****সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা’আলার জন্য যিনি তার ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তার গোলামদেরকে বিজয় দানের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু জোটকে পরাজিত করেছেন - তার একক শক্তি দ্বারা। প্রশংসা কেবল তারই, যিনি কাবুলের প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনিয়ে আমাদের হৃদয়গুলোকে শান্ত করেছেন এবং আমেরিকার ময়লা আবর্জনা থেকে এটিকে মুক্ত করেছেন। মহান আল্লাহ তা’আলা তার কিতাবে বলেছেন,

**الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ**

“তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভূক্ত”। [সূরা হাজ্জ্ব - [২২:৪১](https://habibur.com/quran/22/41/)]

দুরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক - আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন এবং তার সাথীবর্গ সকলের উপর।

আম্মা বা’দ:

আমরা সর্বশক্তিমান এবং অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার প্রশংসা করি, যিনি কুফরী শক্তির মাথা আমেরিকাকে অপমানিত এবং পরাজিত করেছেন। আমরা তাঁর প্রশংসা করি - যিনি আমেরিকার পিঠ ভেঙে দিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী এর সুনাম ক্ষুণ্ণ করেছেন এবং ইসলামের ভূমি আফগানিস্তান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করেছেন, অসম্মানিত ও অপমানিত অবস্থায়।

এই ঐতিহাসিক বিজয়ে আমরা মুসলিম উম্মাহকে অভিনন্দন জানাই। এ বিজয় অর্জিত হয়েছে দৃঢ়চেতা আফগান জাতির দ্বারা - যারা সহনশীলতা এবং প্রতিরোধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তারা হানাদার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অনড়। আফগানিস্তান - নি:সন্দেহে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একটি গোরস্তান এবং ইসলামের এক অভেদ্য দুর্গ।

আমেরিকার পরাজয়ের মাধ্যমে আফগান জাতি দুই শতাব্দীর কম সময়ের মধ্যে - তৃতীয়বারের মতো সাফল্যের সাথে আরও একটি হানাদার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাজিত এবং বিতাড়িত করেছে। এ যুগে আমেরিকা সাম্রাজ্যের পরাজয় বরণ নিশ্চিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার একটি নিদর্শন এবং নিপীড়িত বিশ্বের জন্য অনুপ্রেরণার একটি বিশাল উৎস।

জিহাদ এবং প্রতিরোধের এই পথে, আফগান জাতি ঐতিহাসিক কীর্তির রেকর্ড গড়েছেন। এপথে তারা কয়েক দশক ধরে অবর্ণনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম হানাদারদের মোকাবেলা করার জন্য দৃঢ় সংকল্প ছিল। তারা স্বৈরচারীর কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার করেছিল, জিহাদ এবং শাহাদাতের পথ পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিল।

আমরা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ’র পক্ষ থেকে দোয়া করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা যেন আফগান জাতিকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। ক্রুসেডার মিত্রজোটের বিরুদ্ধে এই মহান বিজয়ে - আমরা আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই। এই ঐতিহাসিক বিজয়ে আমরা ইমারাতে ইসলামিয়ার নেতৃবৃন্দকে আমাদের উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। বিশেষভাবে আমিরুল মু’মিনিন শাইখুল হাদিস হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদাহ হাফিযাহুল্লাহকে অভিনন্দন জানাচ্ছি!

আল্লাহ আপনাদের শহীদদের কবুল করুন। সকল পুরুষ, নারী এবং শিশুদেরকেও কবুল করুন - যারা এই পথে ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আমিরুল মু’মিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহিমাহুল্লাহ’র উপর রহম করুন। তিনি আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে সমগ্র বিশ্বের জন্য দৃঢ়ভাবে দাড়িয়েছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার বিজয়ের অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তিনি তার বিখ্যাত উক্তিটি পেশ করেছিলেন, যার প্রতিধ্বনি আজও শোনা যায়। তিনি বলেছিলেন:

**“আল্লাহ আমাদেরকে বিজয়ের ওয়াদা দিয়েছেন, আর বুশ আমাদেরকে পরাজিত করার অঙ্গিকার করেছে। আমরা দেখবো এই দুটি ওয়াদার মধ্যে কোনটি বাস্তবায়িত হয়”**

আল্লাহ তা’আলা মুমিনদের এই নেতার প্রতি রহম করুন। তার পরবর্তী দায়িত্বশীল আমিরুল মু’মিনিন মোল্লা আখতার মানসুর এর উপর আল্লাহ রহম করুন। তিনি ছিলেন প্রতিবাদী এবং অদম্য। মহান আল্লাহ তা’আলা শাইখ জালালউদ্দিন হক্কানীর উপর রহম করুন। তিনি ছিলেন মুজাহিদদের পরামর্শদাতা এবং শহীদদের পিতা!

**প্রিয় মুসলিম উম্মাহ!**

যখন মুসলিম জাতি একত্রিত হয় তখন তারা কী করতে সক্ষম - এই বিজয় স্পষ্টভাবে সেটি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে। আফগানবাসী কাঁধে অস্ত্র তুলে নিয়ে তাদের ধর্ম, ধর্মের পবিত্রতা, তাদের মাটি ও সম্পদকে সুরক্ষিত করতে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন। এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, বিজয় এবং ক্ষমতা লাভের একমাত্র পথ হল - জিহাদের পথ। নিজেদের যুদ্ধ সরঞ্জাম কতটা সুগঠিত, অথবা সংখ্যার দিক থেকে কে এগিয়ে, অথবা শত্রুপক্ষ কতটা শক্তিশালী এবং পাশবিক – এগুলো আসলে পরোয়া করার কোন বিষয়ই নয়। আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে অনুসরণকারী ও তার সাহাবী যারা কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের অনুসরণকারীরা - যখন জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন তাদের মত এমন জাতির সামনে কেউ দাড়াতেই পারবে না ইনশা আল্লাহ।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,

**وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ**

“তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য”। [সূরা নুর - ২৪:৫৫]

**অতএব, হে আমাদের প্রিয় উম্মাহ!**

সংগ্রামের পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুত হওয়ার এটিই প্রকৃত সময়। আল্লাহর সাহায্যে এই ঐতিহাসিক বিজয় - মুসলিম জাতির জন্য মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমাদের কর্তৃক আরোপিত স্বৈরচারী শাসন থেকে মুক্তি লাভের পথ খুলে দিবে ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছায়, আফগানিস্তানে মুসলিম উম্মাহ’র এই বিজয় - ইয়াহুদীদের দখলদারিত্ব থেকে ফিলিস্তানের মুক্তির একটি উপলক্ষণ হিসেবে প্রমানিত হবে ইনশা আল্লাহ।

আফগানে আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীর পরাজয় - মুসলিম ভূমিগুলোতে তাদের সামরিক দখলদারিত্ব এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্ধকার যুগের সমাপ্তির সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করে। এটি এখানে উল্লেখ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ঐতিহাসিক ঘটনা ইউরোপ এবং পূর্ব এশিয়ার সাধারণ জনগনকে, আমেরিকার আধিপত্যবাদের শিকল থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব - এমন একটি ধারণা উপস্থাপন করেছে।

পরিশেষে আফগান জাতির প্রতি আমাদের নসিহত – আপনারা পূর্বে আপনাদের ধর্ম ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি আপনাদের আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। সেই সাথে আনুগত্য দেখিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার নেতৃবৃন্দদের প্রতি যারা বছরের পর বছর ধরে জনগনের স্বার্থ রক্ষায় এবং তাদের ধর্ম, জীবন এবং সম্পদ রক্ষায় তাদের আন্তরিকতা ও সক্ষমতা দেখিয়েছেন। আমরা আফগান জাতিকে ইমারাতে ইসলামিয়ার শরীয়াহ ভিত্তিক নির্দেশনা এবং সিদ্ধান্তগুলো মেনে চলার আহবান করছি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ**

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের (অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যাদেরকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে)”। [সূরা নিসা - [৪:৫৯](https://habibur.com/quran/4/59/)]

আমরা মুসলিম উম্মাহকে সম্পূর্ণভাবে সম্মানিত আফগান জাতির পাশে দাড়াতে এবং ইমারাতে ইসলামিয়ার সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সমর্থন প্রদর্শনের আহবান করছি। বিশেষ করে এই সংকটময় সময়ে - যখন কাফিরদের সকল শক্তি এই মুসলিম জাতির দিকে দৃষ্টি রেখেছে। অবশ্যই এটি এই ধর্মের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

হে আল্লাহ! আপনি যেমনিভাবে আপনার গোলামদের - ইমারাতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা এবং শত্রুদের পরাস্ত করতে - সাহায্য করেছেন, একইভাবে আপনি আফগানিস্তানে আপনার শরীয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা করতে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা করতে তাদেরকে সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ! আপনার অসীম দয়া ও অনুগ্রহে তাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বনির্ভর করুন।

হে আল্লাহ! আপনি যেমন আমেরিকার দখলদারিত্ব থেকে আফগানিস্তানকে স্বাধীন করেছেন, ঠিক একইভাবে আপনি ইহুদী দখলদারিত্ব থেকে ফিলিস্তিনকে স্বাধীনতা দান করুন এবং ইসলামী মাগরিবকে ফ্রান্সের দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করুন।

হে আল্লাহ! লেবানন, ‍সোমালিয়া, ইয়েমেন, কাশ্মীরসহ সকল মুসলিম ভূমিগুলোকে ইসলামের শত্রুদের খপ্পর থেকে আপনি মুক্তি দান করুন।

হে আল্লাহ! আপনি সমগ্র বিশ্বের মুসলিম কারাবন্দীদের মুক্তি মঞ্জুর করুন।

হে আল্লাহ! উম্মাহ’র শহীদদের আত্মাগুলিকে মহিমান্মিত করুন। যারা এই বিজয়ে তাদের বিশুদ্ধ রক্ত ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে তাদের উপর রহম করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারতের মুজাহিদীনদের কল্যানকর পথে পরিচালিত করুন এবং দৃঢ় রাখুন, যাতে মুসলিম জনসাধারণ শরীয়াহ’র ছায়াতলে একটি শান্তির ও সমৃদ্ধির জীবন লাভ করতে পারে, আমিন।

**وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين**

 

**২৩ শে মুহাররম, ১৪৪২ হিজরি**

**৩১ শে আগস্ট, ২০২১ ইংরেজি**